Town planing of Indus valley Civilization:

সিন্ধু সভ্যতাকে Chalcolithic সংস্কৃতির অন্যতম উল্লেখযোগ্য নগর সভ্যতা বলে বিবেচিত হয়। এই সভ্যতার সময় 2300 B.C থেকে। সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কৃত উল্লেখযোগ্য site হল হরপ্পা (পাঞ্জাব), মহেঞ্জোদাড়ো (লারকানা (সিন্ধু)), চানহু-দড়ো (নবাব সাহজেলা), কালিবঙ্গান (উঃ রাজস্থান), লোথাল (গুজরাট) প্রভৃতি স্থান থেকে বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই সভ্যতার আবিষ্কৃত উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল—

(i) শীলমোহর— মেসোপটেমিয়ার তৈরি সীলমোহর ও ছবি খোদাই করা হয়েছে।

(ii) ছিদ্রযুক্ত ব্যবসায়িক প্রতীক।

(iii) ব্যবসায়ীর পাত্র— মেসোপটেমিয়ার তৈরি সাংকেতিক অনেক চিহ্ন পাওয়া গেছে।

(iv) দুটি হাতলযুক্ত মৃৎপাত্র বা পাত্র যা Amphara নামে পরিচিত।

(v) ছাঁচে ঢালা সিন্ধুরঙের মৃৎপাত্র ও লালরঙের মৃৎপাত্র পাত্র।

(vi) পোড়ামাটির বস্তু ও ব্যবহার্য অলংকার সামগ্রী, অলংকার, সামগ্রী তৈরির কৌশল ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। তবে মূলত নাগরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা যায়।

(vii) হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত নিদর্শন তৈরি। এখানে পোড়ামাটির তৈরি, এছাড়া দুর্গ, স্নানাগার, শস্যাগার, বাড়ি, রাস্তা ও দুর্গ-সভ্যতার, নিকাশি ব্যবস্থা, বাসস্থান ও দোকান পরিকল্পনা ও নিদর্শন— দুটি শহরের পরিকল্পনা পাওয়া গেছে। সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল—

নগর পরিকল্পনা :-

বর্তমানে Site আবিষ্কৃত হরপ্পা সভ্যতার প্রায় ২৫০টি নগর আবিষ্কৃত হয়েছে, এগুলির মধ্যে বেশকিছু নগর নামের অধিকারী। নগর-কেন্দ্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো। এই নগর দুটির মধ্যে দূরত্ব ছিল 483 km. এছাড়া চানহুদাড়ো, কুনাল, আলমগীরপুর, লোথাল, রংপুর, কালিবঙ্গান ও বানাওয়ালি প্রভৃতি স্থানে উন্নত নগর জীবনের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

① **নগর-দুর্গ** :- সিন্ধু সভ্যতার প্রথম দুটি নগরের নিদর্শন হল দুর্গ। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগর দুটি সুন্দর পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত হয়েছিল। মহেঞ্জোদারোর শহরের পশ্চিমদিকে প্রায় 40 ft উঁচু একটি বিশাল আয়তনের ঢিবির উপর একটি দুর্গ ছিল। এই দুর্গ অঞ্চলে কিছু ঘরবাড়ি ও প্রশাসনিক দপ্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। মনে করা হয় যে এই দুর্গে শাসকগোষ্ঠী বসবাস করত। এই নগর দুর্গের নীচে ছিল সাধারণ মানুষের বসবাসের শহর।

② **দালান** :- সিন্ধু সভ্যতায় ৩ প্রকার দালান দেখা যায়, যথা — (i) প্রথম প্রকার দালান ছিল বৃহদাকার, বড় প্রাসাদ ও বহুতল বিশিষ্ট, (ii) দ্বিতীয় প্রকার দালান ছিল সাধারণের বসবাস গৃহ রূপে। (iii) তৃতীয় প্রকার দালান সাধারণের ব্যবহারের জন্য স্নানাগার, শস্যাগার প্রভৃতি। ঐতিহাসিক গর্ডন চাইল্ড বলেন যে, দালানগুলির বৈশিষ্ট্য দেখে মনে হয় গৃহনির্মাতারা পৌর আইন-কানুন মেনে চলতেন। কাঠ ও দালান কোঠার ধ্বংসাবশেষ থেকে এই কথা স্বাভাবিক বোঝা যায় যে সিন্ধু উপত্যকাবাসী অতি উন্নত ধরনের নাগরিক জীবন যাপন করত।

③ **রাস্তাঘাট** :- দুর্গের নীচে প্রায় ½ km অঞ্চল জুড়ে প্রকৃত শহর বিস্তৃত ছিল। প্রতিটি শহরে তার দক্ষিণদিকে প্রশস্ত রাস্তাঘাট দিয়ে

P.T.O.

Scanned by CamScanner

রাস্তাগুলি অনেক বিস্তৃত ছিল। 9 ft থেকে 30 ft চওড়া এই রাস্তাগুলো উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে সমান্তরাল ভাবে বিস্তৃত ছিল। ছোট ছোট গলিগুলো প্রধান বড় রাস্তায় এসে যুক্ত হত।

(4) আবাসিক বাড়ি :— ছোট-ছোট ও অনেক বড় বাড়ি ছিল। এখানে দুতলা বা বহুতল বাড়িগুলির অবস্থান ছিল। রান্নাঘর ও স্নানঘর, দরজা, জানালা ইত্যাদি ছিল। ইটের তৈরি বাড়ির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হত। বাড়িগুলির আবিষ্কার থেকে বোঝা যায় যে এখানে ইটের তৈরি বাড়ি হত। বাড়িগুলির জানালা ও দরজাগুলি রাস্তার দিকে না হয়ে পিছনের দিকে থাকত। আবাসিক বাড়ি গুলির দিকে খেয়াল করলে প্রতিটি বাড়িতে কূপ, স্নানাগার, রান্নাঘর ও নর্দমার ব্যবস্থা ছিল। অনেক বাড়িতে আবার দোকান ছিল। কেবল বড় রাস্তার দুধারেই দোকানগুলি অবস্থিত ছিল। এছাড়াও দেখা যায় যে বাড়িগুলো উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত ছিল এবং বাড়িগুলির মধ্যে ধনী-দরিদ্র শ্রেণীর অবস্থান বোঝা যেত।

(5) স্নানাগার :— সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনের মধ্যে মহেঞ্জোদারোর স্নানাগার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। দুর্গ অঞ্চলেই প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বৃহদায়তন একটি বিরাট বাঁধানো স্নানাগার আবিষ্কার করেছে। এর আয়তন দৈর্ঘ্যে 180 ft এবং প্রস্থে 108 ft এর চারিদিকে ছিল প্রায় 8 ft উঁচু ইটের দেওয়াল এবং মাঝখানে আছে একটি জলাশয় যা 39 ft লম্বা, 23 ft চওড়া ও 8 ft গভীর। জল ঢোকার ও নিষ্কাশনের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। স্নানাগারের চারিদিকে কিছু ছোট ছোট ইটের তৈরি ঘর ও দেখা যায়।

⑥ শস্যাগার :— হরপ্পার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল শস্যাগার। এর আয়তন ছিল দৈর্ঘ্যে 200 ft এবং প্রস্থে 150 ft. ড: হুইলার এটিকে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন। হুইলার বলেছেন যে - খ্রী: পূর্ব ৫ম শতকের আগে এত বড়ো বিশাল শস্যাগার পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় নি। শস্যাগারের নিকটে অনেক ছোট ছোট ঘর আবিষ্কৃত হয়েছে যা থেকে মনে করা হয় যে এগুলি শ্রমিকদের বাসস্থান ছিল।

⑦ পয়ঃপ্রণালী ও জলনিকাশী ব্যবস্থা :— প্রতিটি বাড়ি হতে জল নিকাশের ব্যবস্থা ছিল। বাড়ির নোংরা জল নালার দ্বারা প্রধান রাস্তার ঢাকা দেওয়া বাঁধানো নর্দমায় পড়ত। নর্দমাগুলি পরিষ্কারের জন্য ইঁট দিয়ে তৈরী ঢাকনা সরানোর ব্যবস্থা ছিল। প্রতিটি বাড়ির সামনে বাঁধানো ডাস্টবিন ছিল। নালার সংযোগ যেখানে বাঁকগুলি থাকত, সেখানে ময়লা আটকানোর জন্য মাঝে মাঝে Soakpit রাখা হত। এ থেকে মনে করা হয় পৌরসভা ও জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রতিটি নাগরিকের মধ্যেই সচেতনতা ছিল। ঐতিহাসিক Dr. Basham বলেছেন যে — "No other ancient civilization until that of the Romans had so efficient a system of drains."

⑧ কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠীর অস্তিত্ব :— সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন ও উন্নত নগর পরিকল্পনা দেখে বলা যেতে পারে যে, নগর সুনিয়ন্ত্রিত করার কেন্দ্রীয় শাসন ছিল। হরপ্পার অতি উন্নত নগর পরিকল্পনা দেখে মনে হয়...

Scanned by CamScanner

এই ভাবে হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের থেকে কোন কোন
পণ্ডিতেরা ঋগ্বৈদিক আর্যদের অস্তিত্ব ছিল
বলে মনে করেন। তবে এই আর্যরা প্রথমে
যাযাবর না গ্রামকেন্দ্রিক ছিল সে বিষয়ে
বিতর্ক আছে। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক [illegible] উল্লেখ করেছেন
এই মত তার বস্তুবাদী চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন।

সংযোগ :—

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা খ্রীঃপূঃ ২৩০০ B.C.
বলতে পারি সিন্ধু সভ্যতা অন্য দেশে [illegible] হলেও
প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে খ্রীস্টপূর্বাব্দে সেগুলো
খ্রীস্টপূর্বের পর থেকে আনুমানিক [illegible] প্রায়,
নিয়মিত নগর-দুর্গ, বাণিজ্য, শস্যভাণ্ডার আদি প্রভৃতি
আবিষ্কার হয়েছে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক [illegible]
আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতির উন্নত সামাজিক [illegible] কোন সন্দেহ
নেই। [illegible]
অনুমান করা যায় যে সেই সময় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো [illegible] ছিল, সুতরাং
[illegible] উন্নত [illegible]
ও সামাজিক সংস্কৃতি [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ছিল।
[illegible]
[illegible] করেছিল।
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] উন্নত [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]।

15 **Discuss the Religion of Indusvalley civilization. (L)**

Ans:

সিন্ধু সভ্যতাকে chalcolithic সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায় বলে ধরা হয়, এই সভ্যতার শুরু 2300 B.C. তে, সিন্ধুসভ্যতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য Site হল - হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, চান-হু-দরো, আলমগীর, লোথাল প্রভৃতি স্থান থেকে বিভিন্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার শহর পরিকল্পনা, শিল্পকলা, কৃষিকাজ, পোশাক পরিচ্ছদ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও বিস্ময় সৃষ্টি করে, নিম্নে সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হল —

সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম সম্পর্কে খুব বেশী তথ্য পাওয়া যায় নি, এই সভ্যতার অধিবাসীদের সঠিক ধর্ম কি ছিল তা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে, কেবলমাত্র শীলমোহর, তামার হাতিয়ারের খোদিত ছবি এবং লিপি দেখে এবং মাটির ও পাথরের মূর্তি, তামার বিভিন্ন মূর্তি পর্যবেক্ষণ করে এই সভ্যতার ধর্ম সম্পর্কে কিছুটা ধারনা পাওয়া যায়,

নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য থেকে ধর্ম সম্পর্কে যা তথ্য পাওয়া যায় তার সম্পর্কে আলোচনা করা হল —

1 **মাতৃকা মূর্তি**: মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, লোথাল প্রভৃতি বিভিন্ন Site থেকে অসংখ্য নারীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, এই ধরনের মূর্তি বেলুচিস্তান, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, গ্রীস, প্যালেস্টাইন, ইজিপ্ট প্রভৃতি স্থান থেকেও পাওয়া গেছে, যদিও সিন্ধু সভ্যতায় প্রাপ্ত মূর্তিগুলির সাথে এই সমস্ত স্থানের মূর্তিগুলির কিছু পার্থক্য রয়েছে তবুও এক বিশেষ দেবীর ধর্মের ধাঁচে এই সমস্ত মূর্তি তৈরী হয়েছিল। মাতৃকা বা প্রকৃতি পূজার সূত্রপাত প্রথমে আনাতোলিয়াতে দেখা যায়, পরে পশ্চিম এশিয়া ও অন্যান্য স্থানে এই পূজার

Scanned by CamScanner

ছড়িয়ে রয়েছে। Chalcolithic যুগে বেলুচিস্তান Site থেকে এই ধরনের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, সম্ভবতঃ এই সব মূর্তিগুলিকে মাতৃ বা শক্তির দেবী বা প্রকৃতির দেবী হিসাবে গন্য করা হত, ভারতের সামাজিক জীবনে নারী জাতির প্রাধান্য থাকায় সম্ভবত মাতৃ পূজার সূত্রপাত হয়। ~~হরপ্পায় প্রাপ্ত একটি সীলে নৃত্যরত [illegible]~~ এছাড়া হরপ্পায় একটি অর্ধ উলঙ্গ মহিলার পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গেছে, যা মাতৃ দেবী বলে মনে করা হয়, কোন কোন সীলে দেবীর সঙ্গে মনুষ্য মুখ বিশিষ্ট কোন জন্তু, যা অনেকটা ষাঁড়ের মত, এগুলি একদিকে যেমন প্রাণী বন্দনা নির্দেশ করে, অপরদিকে এই বিশেষ প্রথাটি নরবলি প্রথার বিষয়ের ইঙ্গিত দেয়।

2. পুংদেবতা : সিন্ধু সভ্যতার হরপ্পায় প্রাপ্ত একটি সীলে নৃত্যরত অবস্থায় একটি উলঙ্গ পুরুষকে দেখা যায় — এর মধ্য দিয়ে শিবের (নটরাজ) তাণ্ডব নৃত্যকে স্মরন করা হয়েছে, এছাড়াও মহেঞ্জোদারোর সীলমোহরে যোগাসনে বসা শিবের চারপাশে বিভিন্ন জন্তুর মূর্তিও খোদাই করা হয়েছে, যা থেকে অনুমান করা হয় যে শিব এখানে শুধু যোগী নয়, পশুপতিও বটে। এই সমস্ত মূর্তিগুলি পুংদেবতার পূজার প্রমান দেয়।

3. শাক্ত ধর্মের প্রমান: শাক্ত ধর্মকে মাতৃপূজার অন্তর্গত বলে মনে করা হয়, শাক্ত ধর্ম ভারতের প্রাচীনতম ধর্ম, শাক্ত মতে প্রত্যেক শক্তির মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই বিদ্যমান বলে ধরা হয়, এশিয়া মাইনর ও ভূমধ্যসাগরের তীরে এই শক্তি পূজার প্রচলন ছিল, সিন্ধু সভ্যতায় সব কোন প্রমান পাওয়া যায় নি, তা সত্ত্বেও সিন্ধু সভ্যতায় শাক্ত ধর্মের প্রচলন ছিল কারন - এই সভ্যতার সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতায় এই ধর্মের উল্লেখ পাওয়া গেছে,

Scanned by CamScanner

4. লিঙ্গ পূজার প্রমান: সিন্ধু সভ্যতায় লিঙ্গ পূজার প্রচলন ছিল তার প্রমান পাওয়া যায় নানা ধরনের পাথরের ও মাটির তৈরী অসংখ্য লিঙ্গ থেকে। হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারো উভয় স্থানে বহু খোদাই করা পাথরের লিঙ্গ মূর্তি এবং গোল ছিদ্রযুক্ত বৃত্তাকার প্রস্তরখন্ড (যোনি হিসাবে চিহ্নিত) পাওয়া গেছে, এই পূজা অনার্য এবং প্রাক আর্য সভ্যতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য, লিঙ্গগুলির আকার অত্যন্ত ক্ষুদ্র থেকে তিন ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

5. প্রস্তরাঙ্গুরীয়: সিন্ধু সভ্যতা থেকে বহু প্রস্তরাঙ্গুরীয় আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ব্যাস 1/2 ইঞ্চি থেকে 4 ফুট পর্যন্ত। এই ধরনের অঙ্গুরীয়তে ভূমির উর্বরতাদেবীর অধিষ্ঠান বলে ধরা হয়, তাই সিন্ধু সভ্যতা থেকে আবিষ্কৃত এই সমস্ত অঙ্গুরীয়কে দেবী পূজার নিদর্শন বলে গন্য করা হয়।

6. বৃক্ষ উপাসনার প্রমান: সিন্ধু সভ্যতার শীল মোহরে বৃক্ষের ছবি খোদিত রয়েছে, মহেঞ্জোদারোর একটি শীলে পবিত্র বৃক্ষতলে শিংযুক্ত দেবতা উপবিষ্ট, এটি একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ যাকে জীবন ও জ্ঞানদায়ী হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়, অপর একটি শীলে দুটি বৃক্ষের বিবাহ অনুষ্ঠানের বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। মহেঞ্জোদারোর একটি শীলে একটি হেঁটমুন্ড (মস্তক ছিন্ন) মহিলাকে দেখা যায়, যার পা দুটি উপরের দিকে ছড়ানো এবং তার যোনিদ্বার হতে একটি গাছ বের হয়েছে, এই শীলের অপর দিকে একজন পুরুষ একহাতে একটি তরবারি এবং অপর হাতে আলুলায়িত কুন্তলা একটি মানুষকে ধরে রয়েছে। সমগ্র বিষয়টি বৃক্ষ দেবতার উদ্দেশ্যে নরবলি দেওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

7. জীবজন্তু পূজার প্রমান: আর্য বা মার্শালের মতে বৃক্ষ পূজার সাথে সাথে জীবজন্তুর পূজাও প্রচলিত ছিল। সিন্ধু সভ্যতায়, সীলমোহরের বহু জীবজন্তুর ছবি খোদিত অবস্থায় পাওয়া গেছে - হাতি, বাঘ, গন্ডার, কুমীর, ষাঁড়, সিংহ প্রভৃতি, মার্শালের মতে এই সময়ের জীবজন্তুর [illegible] মাটির ও পাথরের মূর্তি পূজা করা হত।

8. নাগ পূজার প্রমান: সিন্ধু সভ্যতায় সীলমোহরে এবং বিভিন্ন মূর্তিতে সাপের উল্লেখ পাওয়া গেছে, তাই অনুমান করা হয়েছে যে এই যুগে নাগদেবতার পূজার প্রচলন ছিল।

9. মৃতদেহ সৎকারের পদ্ধতি: সিন্ধু সভ্যতায় তিন ধরনের পদ্ধতিতে মৃতদেহ সৎকার করা হত—

i) পূর্ণ সমাধি (Complete burial)
ii) আংশিক সমাধি (fractional burial)
iii) দাহান্তর সমাধি (Post-Cremation burial) ([illegible])

- **পূর্ণ সমাধি:** এই ধরনের সমাধি মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, লোথাল ও বেলুচিস্তানের বহু Site থেকে পাওয়া গেছে, এই ধরনের সমাধিতে পূর্ণাঙ্গ মৃতদেহকে শায়িত অবস্থায় তাদের মস্তক উত্তর দিকে রাখা হত, সমাধির মধ্যে মাটির বাসনপত্র, খাবার, গ্লাস, অলঙ্কার প্রভৃতি রাখা হত,

- **আংশিক সমাধি:** এই ধরনের সমাধি মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, বেলুচিস্তানের নাল প্রভৃতি Site থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, এই প্রকার সমাধিতে মৃতের করোটি ও কংকাল জড়ো মাটির বড় কলসীতে রেখে মাটির তলায় পুঁতে রাখা হত, এই কলসী গুলিতে নানা ধরনের চিত্র অলঙ্কার করা হত,

- **দাহান্তর সমাধি:** এই ধরনের সমাধিতে প্রথমে মৃতদেহকে দাহ করা হত এবং পরে ভস্ম ও কিছু অস্থির টুকরো বড় পাত্রে সংগ্রহ করে মাটির নীচে পুঁতে রাখা হত, হরপ্পা থেকে প্রাপ্ত এই সমস্ত নিদর্শন গুলি বর্তমানে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে রাখা আছে।

উপরোক্ত আলোচনার [illegible] সিন্ধুবাসীদের [illegible] ধর্ম সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়, [illegible] অনুমান [illegible] আরও [illegible] নতুন নিদর্শন আবিষ্কৃত হবে, [illegible] সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের ধর্ম সম্পর্কে আরও [illegible] জানা যাবে।

Scanned by CamScanner